গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০২০ - জুন ৩০, ২০২১

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৭

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৮

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ৩০

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতার হার ৫ হাজার টাকা হতে ১২ হাজার টাকায় বৃদ্ধি করে ভাতা বাবদ ৩ বছরে প্রায় ৭৩৮৫.০৪ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। খেতাবপ্রাপ্ত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য, বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারসহ মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা বাবদ ৩ বছরে প্রায় ১১০৮.৭৬ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, ভাতাভোগী প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাসহ অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবাদি উদযাপনের নিমিত্ত ১০ হাজার টাকা হারে বছরে দুটি করে উৎসব ভাতা হিসাবে প্রায় ১১১৫.৬৩ শত কোটি টাকা, পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলা নববর্ষ ভাতা হিসাবে ২ হাজার টাকা হিসেবে মোট ৭৬.৩৬ কোটি টাকা ও প্রত্যেক জীবিত ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাকে ৫ হাজার টাকা হারে বিজয় দিবস ভাতা হিসাবে মোট ১২০.৫২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে জেলা ও উপজেলায় মোট ৪৪৩টি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণসহ ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সারাদেশে ২৯৬২ টি বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ঘোষণা অনুযায়ী সেবা প্রত্যাশীদের দোরগোড়ায় সেবা প্রদানের অংশ হিসাবে ৮৭ হাজার ৫ শত ৬৫ জন সম্মানিভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাকে ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল পদ্ধতিতে(জিটুপি পদ্ধতিতে) দ্রুততম সময়ে তাঁদের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সম্মানি ভাতা পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেট, সনদ ও প্রত্যয়নের আবেদন সীমিত জনবল নিয়ে দ্রুততার সাথে নিস্পত্তিকরণ, বিভিন্ন কারণে উদ্ভূত রিট ও অন্যান্য মামলাসমূহ যথাসময়ে নিস্পত্তিকরণ ও অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা প্রধান চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

লালমুক্তিবার্তা ও ভারতীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত অবশিষ্ট ও জামুকার সুপারিশকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের নাম পর্যায়ক্রমে গেজেটে প্রকাশ, পর্যায়ক্রমে সকল মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানসহ অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসনের নিমিত্ত সারাদেশে ১৫ হাজার বাসস্থান নির্মাণ, নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রতকরণ, সারাদেশের সকল সম্মানিভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানিভাতা ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে জিজিটাল পদ্ধতিতে(জি-টু-পি পদ্ধতিতে) দ্রুততম সময়ে তাঁদের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা করাসহ অনুমোদিত সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন। এছাড়া, মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলী সম্বলিত যথাক্রমে ঢাকায় ও মেহেরপুরে ২টি প্যানোরোমা স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ১.৯০ লক্ষ জন মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সম্মানি ভাতা প্রদান;
- Government to Person (G2P) পদ্ধতিতে সকল মুক্তিযোদ্ধার সম্মানি ভাতা প্রদান;
- মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেইজ হিসেবে MIS সফটওয়্যার তৈরী এবং উক্ত সফটওয়্যারে সকল মুক্তিযোদ্ধার তথ্য এন্ট্রি প্রদান;
- মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ;
- ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকহানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়);
- শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়);
- মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণ ও পুনঃনির্মাণ।

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর মধ্যে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে সমুন্নত রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণের মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ

২. বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ এবং দেশাত্ববোধ শক্তিশালীকরণ

৩. মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ

৪. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ

২. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি

৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন, গেজেট প্রকাশ ও ঘোষিত তালিকা সংরক্ষণ;

২. মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকার ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন;

৩. মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা প্রদান;

৪. স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য নীতি প্রণয়ন ও যুদ্ধের দলিলাদি সংরক্ষণ;

৫. মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট উপস্থাপন ;

৬. মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৭. সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের চাকরির কোটা সংরক্ষণ মনিটরিং;

৮. স্বাধীনতাযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, মুক্তিযুদ্ধের বধ্যভূমি/গণকবর, সম্মূখ সমরের স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন; এবং

৯. যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বিজয় দিবস, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস, গণহত্যা দিবস এবং মুজিবনগর দিবস পালন।

সেকশন ২

বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	একক	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩		
মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব)	সুবিধাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার হার	%	৯২%	৯৫%	৯৮%	৯৯%	১০০%	১.মুবিম, ২.সকম, ৩.বামুকট্রা, ৪.জামুকা, ৫.মুজাঘ, ৬.পিডব্লিউডি, ৭.এলজিইডি, ৮.বিআরডিবি, ৯.জেপ্র ও ১০.উপজেপ্র, ১১. বিবিএস	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও আদর্শে উদ্বুদ্ধকরণ (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার উপর প্রভাব)	উদ্বুদ্ধকৃত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ মুক্তিযুদ্ধোত্তর প্রজন্ম	জন	১১৫০০	১২৪০০	১২৪১০	১২৯২০	১৫০০০	১. মুবিম, ২. জামুকা, ৩. মুজাঘ, ৪. বামুকট্রা, ৫. জেপ্র ও ৬. উপজেপ্র	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষিত (মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে ভবিষৎ প্রজন্মের জ্ঞান লাভ করার উপর প্রভাব)	সংরক্ষিত এবং উন্নয়নকৃত স্মৃতিস্থাপনা/স্তম্ভ	সংখ্যা	৩৯৭	৩৩৮	২১৪০	২১৫০	২২০০	১.মুবিম, ২.সকম, ৩.বামুকট্রা, ৪.জামুকা, ৫.মুজাঘ, ৬.পিডব্লিউডি, ৭.এলজিইডি, ৮.বিআরডিবি, ৯.জেপ্র ও ১০.উপজেপ্র, ১১. বিবিএস	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

*সাময়িক (provisional) তথ্য

সেকশন ৩
কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ															
[১] বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ	৩৭	[১.১] বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সম্মানি ভাতা প্রদান।	[১.১.১] সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	গড়	সংখ্যা (লক্ষ জন)	৩	১.৮৫	১.৯	১.৯	১.৮৮৫	১.৮৮	১.৮৭৫	১.৮৭	১.৯	১.৯
		[১.২] প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে(সম্মানি ভাতাভোগী) পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এবং অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব উদযাপনের নিমিত্ত উৎসব ভাতা প্রদান।	[১.২.১] নির্ধারিত তারিখে ঈদুল ফিতর-এর বোনাস প্রদানকৃত	তারিখ	তারিখ	২	০	২১.০৪.২০	২৬.০৪.২১	২৯.০৪.২১	০১.০৫.২১	০৩.০৫.২১	০৫.০৫.২১	১১.০৪.২২	৩০.০৩.২৩
			[১.২.২] নির্ধারিত তারিখে ঈদুল আযহার বোনাস প্রদানকৃত	তারিখ	তারিখ	২	০	২৮.০৭.১৯	২০.০৭.২০	২৩.০৭.২০	২৫.০৭.২০	২৮.০৭.২০	৩০.০৭.২০	০১.০৭.২১	১৫.০৬.২৩
		[১.৩] পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উদযাপনের জন্য বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদান।	[১.৩.১] নির্ধারিত তারিখে বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদানকৃত	তারিখ	তারিখ	২	০	২২.০৩.২০	০৩.০৪.২১	০৫.০৪.২১	০৭.০৪.২১	১০.০৪.২১	১২.০৪.২১	০৩.০৪.২২	০৩.০৪.২৩
		[১.৪] জীবিত ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় দিবস ভাতা প্রদান।	[১.৪.১] নির্ধারিত তারিখে বিজয় দিবস ভাতা প্রদানকৃত।	তারিখ	তারিখ	২	০	১৭.১১.১৯	০১.১২.২০	০৫.১২.২০	০৭.১২.২০	১০.১২.২০	১২.১২.২০	০১.১২.২১	০১.১২.২২
		[১.৫] মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান।	[১.৫.১] ক্ষুদ্রঋণ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সমষ্টি	সংখ্যা (জন)	১	২৩০০	২৪২৩	২৫০০	২৪৫০	২৪০০	২৩৫০	২৩০০	২৬০০	২৭০০
		[১.৬] অনলাইনে মুক্তিযোদ্ধার তথ্য সংশোধন।	[১.৬.১] তথ্য সংশোধিত।	গড়	%	১	৩	৩	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৯৫	১০০
		[১.৭] হাট-বাজারের ইজারা থেকে প্রাপ্ত ৪% অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলাসহ সমঝোতা স্মারকভুক্ত বিশেষায়িত সরকারি হাসপাতালে বরাদ্দকরণ।	[১.৭.১] নির্ধারিত সময়ে অর্থ বরাদ্দ সমাপ্তকরণ	তারিখ	তারিখ	১	১৪.০৮.১৮	২১.১১.১৯	২০.০৫.২১	০১.০৬.২১	১০.০৬.২১	২০.০৬.২১	৩০.০৬.২১	৩০.০৪.২২	৩০.০৪.২৩
		[১.৮] ডিজিটাল পদ্ধতিতে গভমেন্ট টু পারসন (জি টু পি) প্রক্রিয়ায় মুক্তিযোদ্ধার সম্মানি ভাতাসহ সকল প্রকার ভাতা প্রদান।	[১.৮.১] জি-টু-পি পদ্ধতিতে সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সমষ্টি	সংখ্যা (জন)	৪	৩৫০	৮৭৫৬৫	১৫০০০০	১৪০০০০	১২০০০০	১০০০০০	৮৭৫৬৫	১৯০০০০	১৯০০০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
		[১.৯] মুক্তিযোদ্ধাদের (বীরাঙ্গনাসহ) নাম গেজেটে অর্ন্তভুক্তি ও গেজেট সংশোধনের জন্য প্রাপ্ত আবেদন প্রাথমিকভাবে নিস্পত্তিকরণ।	[১.৯.১] নির্ধারিত সময়ে গেজেট সংক্রান্ত আবেদন নিস্পত্তিকৃত।	গড়	কর্মদিবস	২	০	১০	১০	১২	১৫	১৭	২০	৮	৫
		[১.১০] মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যয়ন সংক্রান্ত ও সাময়িক সনদের আবেদন নিস্পত্তিকরণ।	[১.১০.১] নির্ধারিত সময়ে প্রত্যয়ন সংক্রান্ত আবেদন নিস্পত্তিকৃত।	গড়	%	১	০	১০	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৯৫	৯৫
			[১.১০.২] সাময়িক সনদ সংক্রান্ত আবেদন নিস্পত্তিকৃত।	গড়	%	১	০	৮৮.৭১	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৯৫	১০০
		[১.১১] মুক্তিযোদ্ধাদের প্লট/ফ্লাট সংক্রান্ত প্রত্যয়ন।	[১.১১.১] নির্ধারিত সময়ে প্রত্যয়ন সংক্রান্ত আবেদন নিস্পত্তিকৃত।	গড়	%	১	০	১১.৩৬	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৯৫	৯৫
		[১.১২] মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন সংকট নিরসনের জন্য বাসস্থান নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।	[১.১২.১] ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত।	তারিখ	তারিখ	১	০	০	৩০.১০.২০	৩০.১১.২০	৩০.১২.২০	৩১.০১.২১	০	০	০
		[১.১৩] মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	[১.১৩.১] নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন।	ক্রমপুঞ্জিভূত	সংখ্যা	২	৬০	৩৮০	৪০০	৩৯৫	৩৯০	৩৮৫	০	৪২৫	৪৫০
			[১.১৩.২] নির্মিত জেলা কমপ্লেক্স ভবন।	ক্রমপুঞ্জিভূত	সংখ্যা	১	৩	৬৩	৬৪	০	০	০	০	০	০
		[১.১৪] যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা প্রদান।	[১.১৪.১] সুবিধাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	৭০২১	১০৩৪৯	১১০০০	১০৮৫০	১০৭০০	১০৫৪০	১০৩৪৯	১১৯৯৮	১১৯৯৮
		[১.১৫] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রেশন সুবিধা প্রদান	[১.১৫.১] রেশন সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি।	সমষ্টি	সংখ্যা	১	২৩০৪৫	৩৫৫৩৮	৩৬৫০০	৩৬২৫০	৩৬০০০	৩৫৭৫০	৩৫৫৩৮	৩৮৯৭০	৩৮৯৭০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ															
		[১.১৬] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান।	[১.১৬.১] চিকিৎসা সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যাক্তি।	সমষ্টি	সংখ্যা	১	৩৭০	৩৭৫	৪১০	৪০০	৩৯০	৩৮০	৩৭৫	৪২০	৪৩০
		[১.১৭] মামলার তথ্য বিবরণী সলিসিটর উইং এ প্রেরণ।	[১.১৭.১] প্রেরণকৃত মামলার তথ্য বিবরণী।	গড়	%	১	০	৫৯.৫৪	৫৫	৫৩	৫২	৫১	৫০	৬০	৬৫
		[১.১৮] মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার আইন ও বিধি সংশোধন।	[১.১৮.১] শহিদ, খেতাবপ্রাপ্ত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা, চিকিৎসা ও রেশন সংক্রান্ত নীতিমালা/আদেশ প্রণয়ন	তারিখ	তারিখ	১	০	০	০১.০৬.২১	১০.০৬.২১	১৫.০৬.২১	২০.০৬.২১	২৫.০৬.২১	০১.০৬.২২	০১.০৬.২৩
		[১.১৯] মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন - সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের পরিকল্পনা মাফিক অগ্রগতি সাধন	[১.১৯.১] মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়িত।	গড়	%	১	০	০	৩৫	৩২	৩০	২৭	২৫	৫০	৭৫
		[১.২০] সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।	[১.২০.১] সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	সমষ্টি	%	১	০	১০০	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৮৫	৯০
		[১.২১] বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য স্মার্ট কার্ড/ডিজিটাল সনদ প্রণয়ন ও বিতরণ।	[১.২১.১] স্মার্ট কার্ড/ ডিজিটাল সনদ প্রণীত ও বিতরণকৃত।	সমষ্টি	সংখ্যা	১	০	০	৩০০০০	২৫০০০	২০০০০	১৫০০০	১০০০০	১৯০০০০	০
[২] বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ এবং দেশাত্ববোধ শক্তিশালীকরণ	১৬	[২.১] মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি / স্মারক চিহ্ন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ।	[২.১.১] জাদুঘর পরিদর্শিত ব্যক্তি	সমষ্টি	সংখ্যা (জন)	২	৫৪৫৪২	৪২০৯৯	২৫০০০	২২৫০০	২০০০০	১৭৫০০	১৫০০০	৩৭০০০	৩৮০০০
			[২.১.২] নির্মিত ডকুমেন্টারি ফিল্ম	সমষ্টি	সংখ্যা	১	২	২	২	১	০	০	০	২	২
		[২.২] ঢাকাস্থ মীরপুরে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চিহ্ন প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ।	[২.২.১] মিরপুর জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শিত ব্যক্তি	সমষ্টি	সংখ্যা (জন)	২	৫৩৪৩০	৩৬৮১৮	২৫০০০	২২৫০০	২০০০০	১৭৫০০	১৫০০০	৩৭০০০	৩৮০০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ															
		[২.৩] নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রদর্শনী।	[২.৩.১] প্রামান্যচিত্র পরিদর্শিত ব্যক্তি	সমষ্টি	সংখ্যা (জন)	২	২০০৬৬২	১৩৪৭৬৯	১০০০০০	৯০০০০	৮০০০০	৭০০০০	৬০০০০	১৫০০০০	১৬০০০০
			[২.৩.২] ভ্রাম্যমান জাদুঘর পরিদর্শিত ব্যক্তি	সমষ্টি	সংখ্যা (জন)	২	২০০৬৬২	১৩৪৭৬৯	১০০০০০	৯০০০০	৮০০০০	৭০০০০	৬০০০০	১৫০০০০	১৬০০০০
		[২.৪] নতুন প্রজন্মের জন্য মুক্তির উৎসব আয়োজন।	[২.৪.১] অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী	সমষ্টি	সংখ্যা (জন)	১	১২৫০০	১৩২৫০	৮০০০	৭২০০	৬৪০০	৫৬০০	৪৮০০	১০০০০	১১০০০
		[২.৫] জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন আয়োজন	[২.৫.১] আয়োজিত জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন	সমষ্টি	সংখ্যা	১	০	৩	৪	৩	০	০	০	৪	৪
		[২.৬] জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সেমিনার/ ওয়ার্কসপ আয়োজন।	[২.৬.১] আয়োজিত সেমিনার/ওয়ার্কসপ	সমষ্টি	সংখ্যা (টি)	১	০	৪	৪	৩	০	০	০	৪	৪
			[২.৬.২] আয়োজিত অনলাইন ভিত্তিক সেমিনার / ওয়ার্কসপ প্রদর্শনী	সমষ্টি	সংখ্যা	১	০	০	২	১	০	০	০	৪	৪
		[২.৭] বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/লাইব্রেরীতে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই-পুস্তক অনুদান হিসেবে বিতরণ।	[২.৭.১] বিতরণকৃত বই-পুস্তক	সমষ্টি	সংখ্যা	১	৩০০০	৩২৫০	৩৫০০	৩৪০০	৩৩০০	৩২৫০	৩২০০	৪০০০	৪২০০
		[২.৮] মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধকরণ।	[২.৮.১] স্কুল / কলেজ / মাদ্রাসায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	০	২৬০	২৫০	২৪০	২৩০	০		
[৩] মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ	১২	[৩.১] মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ।	[৩.১.১] সংরক্ষিত ঐতিহাসিক স্থান।	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	৬০	১০০	৯৭	৯৪	৯০	০	১৫০	২০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ															
			[৩.১.২] নির্মিত স্মৃতি জাদুঘর।	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	৫	১০	৮	৬	৫	০	১৫	২০
		[৩.২] শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।	[৩.২.১] সংরক্ষিত ও উন্নয়নকৃত সমাধিস্থল।	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	০	২৫০০	২৪০০	২৩০০	২২০০	২১০০	৪০০০	৫০০০
		[৩.৩] ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়)।	[৩.৩.১] স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ কাজ সম্পন্নকৃত।	সমষ্টি	%	২	০	২৫	৩৫	৩২	৩০	২৭	২৫	৫০	৭৫
		[৩.৪] মুজিবনগর স্মৃতি কেন্দ্র সম্প্রসারণ প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।	[৩.৪.১] ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত।	তারিখ	তারিখ	২	০	০	৩০.১০.২০	৩০.১১.২০	৩০.১২.২০	৩১.০১.২১	২৮.০২.২০	০	০
		[৩.৫] মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সংস্পর্শে থাকা "লালমুক্তিবার্তা স্বরণীয় যারা বরণীয় যারা" এ প্রকাশিত ব্যক্তিদের মধ্যে জীবিতদের স্মৃতিচারণমূলক লেখা সম্বলিত সংকলিত পুস্তক প্রকাশ।	[৩.৫.১] নির্ধারিত তারিখে স্মৃতিচারণমূলক লেখা সম্বলিত সংকলিত পুস্তক প্রকাশিত।	তারিখ	তারিখ	২	০	০	০১.০৬.২১	১০.০৬.২১	১৫.০৬.২১	২৫.০৬.২১	৩০.০৬.২১	০	০
[৪] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	১০	[৪.১] মন্ত্রণালয়ে সেবা সপ্তাহ পালন	[৪.১.১] নির্ধারিত তারিখে সেবা সপ্তাহ পালিত	তারিখ	তারিখ	১	০	০	০৭.০১.২১	১৫.০১.২১	২৫.০১.২১	০২.০২.২১	১৫.০২.২১	০৭.০১.২১	৩১.১২.২২
		[৪.২] মন্ত্রণালয়ের সকল প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও ই-জিপি ' সংক্রান্ত প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টিকরণ।	[৪.২.১] প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনবল	সমষ্টি	সংখ্যা	১	০	০	৩০	২৫	২০	১৮	১৭	৩৫	৪০
			[৪.২.২] ই-জিপি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনবল	সমষ্টি	সংখ্যা	১	০	০	১৫	১৩	১০	৮	০	১৫	২০
		[৪.৩] মন্ত্রণালয়/সংস্থার কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন	[৪.৩.১] প্রকল্পের সাইট/স্থান পরিদর্শন	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	০	৮	৭	৬	৫	৪	১০	১২
		[৪.৪] মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের ক্ষুদ্রঋণ মনিটরিংকরণ।	[৪.৪.১] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম মনিটরিংকৃত ও প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা (টি)	১	০	৪	৪	৩	২	১	০	৫	৬
		[৪.৫] মুক্তিযোদ্ধা / ওয়ারিশদের জন্য MIS এপ্লিকেশন তৈরী ও ডাটা এন্ট্রি	[৪.৫.১] মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য MIS এপ্লিকেশন প্রস্তুত	তারিখ	তারিখ	২			৩০.০৯.২০	০৭.১০.২০	১৭.১০.২০	২৪.১০.২০	৩১.১০.২০		
			[৪.৫.২] প্রস্তুতকৃত MIS এপ্লিকেশনে মুক্তিযোদ্ধা /ওয়ারিশদের তথ্য এন্ট্রিকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	০	১৫০০০০	১৪৫০০০	১৪০০০০	১৩৫০০০	১৩০০০০	২০০০০০	২১০০০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ															
[১] দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[১.১.১] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২			১২	১১					
			[১.১.২] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সমষ্টি	সংখ্যা	১			৪						
		[১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২			৪	৩					
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের অবহিতকরণ	[১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সমষ্টি	সংখ্যা	১			৪	৩	২				
		[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২			৪	৩	২				
		[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২			৪	৩					

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ															
[২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	গড়	%	২			৮০	৭০	৬০				
		[২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	তারিখ	২			১৫.০২.২১	১৫.০৩.২১	১৫.০৪.২১	১৫.০৫.২১			
		[২.৩] সেবা সহজিকরণ	[২.৩.১] একটি নতুন সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	তারিখ	১			২৫.০২.২১	২৫.০৩.২১	২৫.০৪.২১	২৫.০৫.২১			
		[২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সমষ্টি	জনঘন্টা	২			৫০	৪০	৩০	২০			
			[২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	সমষ্টি	জনঘন্টা	১			৫	৪					
		[২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান	[২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর-সংস্থা/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	১			১						

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	সমষ্টি	%	১			১০০	৯০	৮০				
		[৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন	[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	২			১০০	৯০	৮০				
			[৩.২.২] প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আইএমইডি'র সুপারিশ বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১			১০০	৯০	৮০				
		[৩.৩] অডিট আপত্তি নিস্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৩.১] দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপিত অডিট আপত্তি	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১			৮০	৭০	৬০	৫০			
			[৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১			৫০	৪০	৩০	২৫			

*সাময়িক (provisional) তথ্য

আমি, সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর প্রতিনিধি হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

সচিব মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৭.০৯.2020 তারিখ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১৭.০৯.২০২০ তারিখ

সংযোজনী-১

ক্রমিক নম্বর	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	বিবরণ
১	মুবিম	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২	সকম	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩	জামুকা	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল
৪	বামুকট্রা	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট
৫	মুজাঘ	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
৬	বিআরডিবি	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
৭	জেপ্র	জেলা প্রশাসন
৮	উজেপ্র	উপজেলা প্রশাসন
৯	পিডব্লিউডি	গণপূর্ত বিভাগ
১০	এলজিইডি	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ
১১	বামুস	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ
১২	এমটিবিএফ	মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামো
১৩	ডিপিপি	উন্নয়ন প্রকল্প ছক / প্রস্তাব
১৪	বিবিএস	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
১৫	ডিএসসিসি	ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন

সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকের বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[১.১] বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সম্মানি ভাতা প্রদান।	[১.১.১] সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতা ভোগীর সংখ্যা এক লক্ষ হতে দুই লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে এবং জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার ৫,০০০/- টাকা হতে ১২,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা বিতরণ আদেশ ২০২০ অনুসারে রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বিগত ৩ বছরে ৮১২২ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে ১.৯০ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা বরাবর মাসিক ১২,০০০/- টাকা হারে সম্মানী ভাতা প্রদান এবং অধিকাংশ ভাতাভোগীকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্মানি ভাতা বিতরণের লক্ষমাত্রা রয়েছে।	বাজেট শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসন	প্রচলিত পদ্ধতিতে বিতরণের উদ্দেশ্যে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহি অফিসারদের নিকট মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় সম্মানিভাতা ভোগীর সংখ্যানুযায়ী অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। অন্যদিকে, মন্ত্রণালয় থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রতি মাসে মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে তাঁদের ব্যাংক হিসাবে সম্মানি ভাতা বিতরণ করা হয়। সম্মানি ভাতা বিতরণের বিবরণ অনুযায়ী সুবিধাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতবেদন
[১.২] প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে(সম্মানি ভাতাভোগী) পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এবং অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব উদযাপনের নিমিত্ত উৎসব ভাতা প্রদান।	[১.২.১] নির্ধারিত তারিখে ঈদুল ফিতর-এর বোনাস প্রদানকৃত	পরিবার-পরিজন নিয়ে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর পালনের নিমিত্ত প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারকে ১০ হাজার টাকা হিসেবে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১.৯০ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারকে এ উৎসব ভাতা বিতরণের লক্ষমাত্রা রয়েছে।	বাজেট শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসন	প্রচলিত পদ্ধতিতে বিতরণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের নিকট মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় সম্মানিভাতা ভোগীর সংখ্যানুযায়ী অর্থ বরাদ্দ দেয়া। অন্যদিকে, ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্মানি ভাতাভোগীকে উক্ত পদ্ধতিতে উৎসব ভাতা বিতরণ করা। ঈদুল ফিতর-এর বোনাস বিতরণের বিবরণ অনুযায়ী সুবিধাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন।
	[১.২.২] নির্ধারিত তারিখে ঈদুল আযহার বোনাস প্রদানকৃত	পরিবার-পরিজন নিয়ে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উৎসব পালনের নিমিত্ত চলিত অর্থ বছর হতে প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারকে ১০ হাজার টাকা করে উৎসব ভাতা প্রদান করা হচ্ছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১.৯০ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারকে ঐ টাকা উৎসব ভাতা হিসেবে প্রদান করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	বাজেট শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসন	প্রচলিত পদ্ধতিতে জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহি অফিসারদের নিকট মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় সম্মানিভাতা ভোগীর সংখ্যানুযায়ী পবিত্র ঈদ-উল-আযহা-এর বোনাসের অর্থ বরাদ্দ দেয়া। অন্যদিকে, ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ভাতাভোগীদেরকে সরাসরি মন্ত্রণালয় থেকে উৎসব ভাতা বিতরণ করা। পবিত্র ঈদ-উল-আযহা -এর বোনাস বিতরণের বিবরণ অনুযায়ী সুবিধাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন।

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[১.৩] পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উদযাপনের জন্য বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদান।	[১.৩.১] নির্ধারিত তারিখে বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদানকৃত	বাঙালী জাতির সার্বজনীন উৎসব বাঙলা নববর্ষ উদযাপনের নিমিত্ত প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারকে ২ হাজার টাকা হারে বাঙলা নববর্ষ ভাতা ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১.৯০ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারকে ২ হাজর টাকা হারে বাঙলা নববর্ষ ভাতা প্রদানের লক্ষমাত্রা রয়েছে।	বাজেট শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসন	প্রচলিত পদ্ধতিতে বিতরণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহি অফিসারদের নিকট মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় সম্মানিভাতা ভোগীর সংখ্যানুযায়ী বাংলা নববর্ষ ভাতার অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় এবং ঐ উৎসব ভাতা বিতরণের বিবরণ অনুযায়ী সুবিধাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৪] জীবিত ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় দিবস ভাতা প্রদান।	[১.৪.১] নির্ধারিত তারিখে বিজয় দিবস ভাতা প্রদানকৃত।	মহান বিজয় দিবস উদযাপনের নিমিত্ত অর্থ বছর ২০১৮-১৯ হতে প্রত্যেক জীবিত ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের ৫ হাজার টাকা হারে বিজয় দিবস ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ০১-১২-২০২০ তারিখের মধ্যে জীবিত ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের ৫ হাজার টাকা হারে বিজয় দিবস ভাতা প্রদানের লক্ষমাত্রা রয়েছে।	বাজেট শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসন	জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহি অফিসারদের নিকট জীবিত ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যানুযায়ী বিজয় দিবস ভাতার অর্থ প্রচলিত পদ্ধতিতে বিতরণের লক্ষ্যে বরাদ্দ দেয়া হয়। তবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভাতাপ্রাপ্ত সুবিধাভোগীকে উক্ত ডিজিটাল পদ্ধতিতে এ ভাতা বিতরণ করা হবে। বিজয় দিবস ভাতা বিতরণের বিবরণ অনুযায়ী সুবিধাভোগী জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৫] মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান।	[১.৫.১] ক্ষুদ্রঋণ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের আত্ম-কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ শেষে টাকা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবৎসরে ২৪০০ জনকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবৎসরে আরো ২৫০০ জনকে ঋণ প্রদান করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	বাজেট শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বিআরডিবি এর প্রেরিত প্রতিবেদন হতে মোট ঋণ প্রদানকৃত ব্যক্তির সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন।
[১.৬] অনলাইনে মুক্তিযোদ্ধার তথ্য সংশোধন।	[১.৬.১] তথ্য সংশোধিত।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য বাতায়নে মক্তিযোদ্ধাদের ডিজিটাইজেশনকৃত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত তথ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের নাম, পিতার নাম, গ্রাম প্রভৃতি তথ্যে ভুল সংশোধনের জন্য সরাসরি আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশোধন করা হয়ে থাকে। আগামী ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী আবেদন প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৯০% ভুল তথ্য সংশোধনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	আইটি সেল শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	প্রতিটি আবেদন ই-নথির মাধ্যমে প্রাপ্তির সংখ্যা এবং তথ্য সংশোধনপূর্বক ই-নথিতে পত্রজারীর সংখ্যা বিবেচনায় নিষ্পত্তির হার পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[১.৭] হাট-বাজারের ইজারা থেকে প্রাপ্ত ৪% অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলাসহ সমঝোতা স্মারকভুক্ত বিশেষায়িত সরকারি হাসপাতালে বরাদ্দকরণ।	[১.৭.১] নির্ধারিত সময়ে অর্থ বরাদ্দ সমাপ্তকরণ	মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সারা দেশে প্রতিটি হাট বাজারের ইজারালব্ধ আয় হতে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ৪% অর্থ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। উক্ত প্রাপ্ত অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে "মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে দেশের সরকারি হাট-বাজারসমূহের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা- ২০১৬" অনুযায়ী বিতরণ করা হয়ে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রাপ্ত অর্থ বর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বরাদ্দকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	হিসাব শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	অফিস আদেশ জারির তারিখ-এর মাধ্যমে এ বরাদ্দ প্রদানের কাল পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৮] ডিজিটাল পদ্ধতিতে গভমেন্ট টু পারসন (জি টু পি) প্রক্রিয়ায় মুক্তিযোদ্ধার সম্মানি ভাতাসহ সকল প্রকার ভাতা প্রদান।	[১.৮.১] জি-টু-পি পদ্ধতিতে সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সম্মানী ভাতা প্রত্যেক মাসে সরাসরি তাঁদের ব্যাংক একাউন্টে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে প্রদান করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন রয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবৎসরে সারা দেশের ১২৫,০০০ মুক্তিযোদ্ধাকে সরাসরি তাঁদের ব্যাংক হিসাবে সম্মানী ভাতা প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	বাজেট শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	এটুআই প্রকল্প এর কারিগরি সহায়তায় প্রস্তুতকৃত এপ্লিকশন সফটওয়ার ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনের মাধ্যমে সম্মানী ভাতা প্রদানকৃত মুক্তিযোদ্ধার মোট সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৯] মুক্তিযোদ্ধাদের (বীরাঙ্গনাসহ) নাম গেজেটে অর্ন্তভুক্তি ও গেজেট সংশোধনের জন্য প্রাপ্ত আবেদন প্রাথমিকভাবে নিষ্পত্তিকরণ।	[১.৯.১] নির্ধারিত সময়ে গেজেট সংক্রান্ত আবেদন নিস্পত্তিকৃত।	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/বিভাগ/যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইক্রমে ও জামুকার সুপারিশের আলোকে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের নাম অন্তর্ভূক্তিসহ গেজেটের তথ্য সংশোধনী প্রকাশ করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবৎসরে গেজেট সংক্রান্ত আবেদন ১০ কার্য দিবসের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে নিষ্পত্তি করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	গেজেট শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	গেজেট প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি- বিজি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়ে থাকে ও প্রকাশিত গেজেটের কপি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গেজেট শাখায় প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ গেজেটের প্রেরিত কপি হতে মোট সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[১.১০] মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যয়ন সংক্রান্ত ও সাময়িক সনদের আবেদন নিস্পত্তিকরণ।	[১.১০.১] নির্ধারিত সময়ে প্রত্যয়ন সংক্রান্ত আবেদন নিস্পত্তিকৃত।	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই-বাছাইক্রমে তালিকায় ঘোষিত / বিভিন্ন প্রমাণক অনুয়ায়ী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মুক্তিযোদ্ধাদের ৫০০০ টি প্রত্যয়নের আবেদনপত্র / দাপ্তরিক চিঠি ও ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে ১২০০ টি আবেদনপত্র / দাপ্তরিক চিঠি নিস্পত্তি করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবৎসরে প্রাপ্ত আবেদন সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী ৯০% আবেদন নিষ্পত্তির লক্ষমাত্রা রয়েছে।	প্রত্যয়ন শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	প্রস্তুতকৃত প্রত্যয়নসমূহ প্রত্যাশী মন্ত্রণালয়/বিভাগে ইস্যু রেজিষ্টারের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়ে থাকে ও প্রত্যেকটি প্রত্যয়নের অফিসকপি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্যয়ন শাখায় সংরক্ষিত থাকে। ইস্যু রেজিষ্টার ও সংরক্ষিত প্রত্যায়িত কপি হতে মোট নিষ্পত্তির সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.১০.২] সাময়িক সনদ সংক্রান্ত আবেদন নিস্পত্তিকৃত।	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে যাচাই-বাছাইক্রমে তালিকায় ঘোষিত / বিভিন্ন প্রমাণক অনুয়ায়ী মুক্তিযোদ্ধাদের গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মুক্তিযোদ্ধাদের ১০০০ টি সনদপত্রের আবেদন নিস্পত্তি করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবৎসরে ৯০% সনদপত্রের আবেদন নিস্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	সনদ শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	নিস্পত্তিকৃত সনদপত্রের আবেদনসমূহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সনদ শাখায় রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয় এবং আবেদনকারীদেরকে মোবাইল এস এম এস-এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়ে থাকে। রেজিস্টার অনুযায়ী নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা ও এস এম এস এর সংখ্যা অনুযায়ী মোট নিষ্পত্তির সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.১১] মুক্তিযোদ্ধাদের প্লট/ফ্লাট সংক্রান্ত প্রত্যয়ন।	[১.১১.১] নির্ধারিত সময়ে প্রত্যয়ন সংক্রান্ত আবেদন নিস্পত্তিকৃত।	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই-বাছাইক্রমে তালিকায় ঘোষিত / বিভিন্ন প্রমাণক অনুয়ায়ী প্রত্যয়নের আবেদনপত্র / দাপ্তরিক চিঠি নিস্পত্তি করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবৎসরে প্রত্যয়নের আবেদনপত্র / দাপ্তরিক চিঠির ৯০% নিস্পত্তির লক্ষমাত্রা রয়েছে।	উন্নয়ন শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	প্রস্তুতকৃত প্রত্যয়নসমূহ প্রত্যাশী মন্ত্রণালয়/বিভাগে ইস্যু রেজিষ্টারের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়ে থাকে ও প্রত্যেকটি প্রত্যয়নের অফিসকপি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্যয়ন শাখায় সংরক্ষিত থাকে। ইস্যু রেজিষ্টার ও সংরক্ষিত প্রত্যায়িত কপি হতে মোট সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.১২] মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন সংকট নিরসনের জন্য বাসস্থান নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।	[১.১২.১] ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সবুজ পাতাভুক্ত ১টি উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নসহ তা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	পরিকল্পনা শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ডিপিপি প্রণয়ন পূর্বক তা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের তথ্য হতে ডিপিপি দাখিলের তারিখ পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[১.১৩] মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	[১.১৩.১] নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন।	মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের জন্য উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত ৩৮০ টি উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবৎসরে আরো ২০টি উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণসহ সর্বমোট ৪০০ টি উপজেলায় কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষমাত্রা রয়েছে। জমি অধিগ্রহণের জটিলতার কারণে লক্ষ্যমাত্রা বিগত বছরের তুলনায় কম ধরা হয়েছে ।	পরিকল্পনা শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ-এর প্রকল্প পরিচালক এর দপ্তর হতে প্রেরিত প্রতিবেদন ও এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ হতে নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স-এর সংখ্যা পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতবেদন
	[১.১৩.২] নির্মিত জেলা কমপ্লেক্স ভবন।	মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের জন্য প্রতিটি জেলায় জেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৬৩টি জেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবৎসরে অবশিষ্ট ০১ টি জেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	পরিকল্পনা শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	জেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ-এর প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তর হতে প্রেরিত প্রতিবেদন ও এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ হতে নির্মিত জেলা কমপ্লেক্স -এর সংখ্যা পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.১৪] যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা প্রদান।	[১.১৪.১] সুবিধাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	শারীরিক অসামর্থ্যতা অনুযায়ী ০৪টি ক্যাটাগরিতে প্রতিবছর যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং সামরিক-অসামরিক শহিদ গেজেটভুক্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও ৬৭৬ জন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাকে "খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানীভাতা প্রদান নীতিমালা,২০১৬" অনুসারে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবৎসরে মোট ১১০০০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান করার লক্ষমাত্রা রয়েছে ।	বাজেট শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট	প্রতি কিস্তিতে ব্যাংক এ্যাডভাইজের মাধ্যমে ভাতা প্রদান করা হয়। বিভাগওয়ারী এ্যাডভাইজের সিরিয়াল অনুযায়ী ভাতা প্রদানের সংখ্যা এবং প্রদত্ত অর্থের পরিমাপ করা হয়।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.১৫] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রেশন সুবিধা প্রদান	[১.১৫.১] রেশন সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নামে রেশন কার্ড ইস্যু করে থাকে। এ কার্ড প্রদর্শন করে প্রতিমাসে দেশের সকল পুলিশ লাইন থেকে কার্ডধারী মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যগণ রেশন সামগ্রী গ্রহন করে থাকে। শহিদ মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবৎসরে রেশন সুবিধা প্রদান করার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	বাজেট শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট	বিভাগওয়ারী রেশন কার্ডের রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা হয়। রেজিষ্টারে উল্লিখিত সুবিধাভোগীদের সংখ্যা গণনা করে মোট সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.১৬] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান।	[১.১৬.১] চিকিৎসা সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি।	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দেশে-বিদেশে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৪০০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৪১০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	বাজেট শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট	ব্যাংক এ্যাডভাইজের মাধ্যমে স্ব-স্ব সুবিধাভোগীর ব্যাংক হিসাবে চিকিৎসার অর্থ প্রেরণ করা হয়। ব্যাংক এ্যাডভাইজে উল্লিখিত বিভাগওয়ারী ক্রমিক সংখ্যা গণনা করে মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাপ করা হয়।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[১.১৭] মামলার তথ্য বিবরণী সলিসিটর উইং এ প্রেরণ।	[১.১৭.১] প্রেরণকৃত মামলার তথ্য বিবরণী।	এ মন্ত্রণালয়ের ১৬০০ এর অধিক মামলা রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে মোট মামলার ৪০% মামলার তথ্য বিবরণী সলিসিটর উইং এ প্রেরণ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে।	আইন শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	পত্রজারির মাধ্যমে প্রেরিত মামলার তথ্য বিবরণী সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.১৮] মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার আইন ও বিধি সংশোধন।	[১.১৮.১] শহিদ, খেতাবপ্রাপ্ত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা, চিকিৎসা ও রেশন সংক্রান্ত নীতিমালা/আদেশ প্রণয়ন	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট আইন ২০১৮ অনুযায়ী শহিদ, খেতাবপ্রাপ্ত এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সরকার কর্তৃক আদেশ প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত আইন অনুযায়ী উক্ত তিন শ্রেণির মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা, চিকিৎসা এবং রেশন সামগ্রি প্রদান বিষয়ক একটি সমন্বিত আদেশ/নীতিমালা আগামী ১ জুন ২০২১ তারিখের মধ্যে প্রণয়ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	বাজেট শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সমন্বিত আদেশ/ নীতিমালা জারীর তারিখ।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.১৯] মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন - সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের পরিকল্পনা মাফিক অগ্রগতি সাধন	[১.১৯.১] মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়িত।	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা।	পরিকল্পনা শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	বিভিন্ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য।
[১.২০] সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।	[১.২০.১] সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ৮০% বাস্তবায়নের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	প্রশাসন শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিভিন্ন বাস্তবায়িত ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.২১] বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য স্মার্ট কার্ড/ডিজিটাল সনদ প্রণয়ন ও বিতরণ।	[১.২১.১] স্মার্ট কার্ড/ ডিজিটাল সনদ প্রণীত ও বিতরণকৃত।	বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি হিসেবে পরিচয় প্রদানের লক্ষ্যে স্মার্ট কার্ড/ডিজিটাল সনদ প্রণয়নপূর্বক প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	সনদ শাখা, পরিকল্পনা শাখা ও প্রশাসন শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে স্মার্ট কার্ড/ ডিজিটাল সনদ প্রণয়ণের সমর্থনে সরবরাহকারীকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত কার্যাদেশের ভিত্তিতে সরবরাহকৃত কার্ড/সনদ বিতরণ করা হবে। অফিস স্মারকের মাধ্যমে বিতরণের ক্রাইটেরিয়া বা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রকাশ করা হবে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর অফিস স্মারক/বার্ষিক প্রতিবেদন।

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[২.১] মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি / স্মারক চিহ্ন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ।	[২.১.১] জাদুঘর পরিদর্শিত ব্যক্তি	মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য বিগত ৩ বৎসরে প্রায় ১৩০,৩৫৯ জন দর্শনার্থী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন। তাঁদেরকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। কভিড-১৯ মহামারী বিবেচনায় ২০২০-২০২১ অর্থবৎসরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে দর্শনার্থী কর্তৃক পরিদর্শন করার সংকুচিত লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনকারীদের গণনার জন্য একটি রেজিস্টার রয়েছে। রেজিস্টারের ক্রমিক সংখ্যা গণনা করে মোট দর্শনার্থীর সংখ্যা পরিমাপ করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্ষিক প্রতিবেদন
	[২.১.২] নির্মিত ডকুমেন্টারি ফিল্ম	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক গত ৫ বৎসরে ১১ টি ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবৎসরে আরো ২ টি ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্মাণ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রস্তুতের পর তা ফিল্ম সংগ্রহের রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। অর্থ বছর অনুযায়ী রেজিস্টারের ক্রমিক সংখ্যা গণনা পূর্বক মোট প্রস্তুতকৃত ডকুমেন্টারি ফিল্মের সংখ্যা পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এর বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.২] ঢাকাস্থ মীরপুরে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চিহ্ন প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ।	[২.২.১] মিরপুর জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শিত ব্যক্তি	১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে মিরপুর পাম্প হাউসে ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা সংঘটিত হয়। উক্ত স্থানটি "মিরপুর জল্লাদখানা বধ্যভূমি" নামে পরিচিত । দর্শনার্থী উক্ত স্থানটি পরিদর্শন করে থাকেন। তাঁদেরকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবৎসরে কভিড-১৯ মহামারী বিবেচনায় দর্শনার্থী কর্তৃক মিরপুর জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	মিরপুর জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারীদের রেজিস্টারে এন্ট্রির মাধ্যমে জল্লাদখানার অভ্যন্তরে প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত রেজিস্টারের ক্রমিক নম্বর গণনার মাধ্যমে মোট সংখ্যা নিরূপন করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[২.৩] নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রদর্শনী।	[২.৩.১] প্রামান্যচিত্র পরিদর্শিত ব্যক্তি	ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র ও ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরে কভিড-১৯ মহামারী বিবেচনায় শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থীকে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র প্রদর্শিত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরসহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরের প্রারম্ভেই কর্মসূচি প্রণয়ন পূর্বক প্রদর্শন করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নিকট থেকে প্রত্যয়ন এবং জাদুঘর ও প্রামান্যচিত্র প্রদর্শিত ব্যক্তিদের হাজিরা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। হাজিরায় প্রদর্শিত ব্যক্তির সংখ্যা হতেই মোট পরিদর্শনকারী ব্যক্তির সংখ্যা নিরূপন করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্ষিক প্রতিবেদন
	[২.৩.২] ভ্রাম্যমান জাদুঘর পরিদর্শিত ব্যক্তি	ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র ও ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থবৎসরে কভিড-১৯ মহামারী বিবেচনায় শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থীকে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র প্রদর্শিত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরসহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামন্যচিত্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরের প্ররম্ভেই কর্মসূচি প্রণয়ন পূর্বক প্রদর্শন করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নিকট থেকে প্রত্যয়ন এবঙ জাদুঘর ও প্রামান্যচিত্র প্রদর্শিত ব্যক্তিদের হাজিরা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। হাজিরার সংখ্যা হতেই মোট পরিদর্শনকারী ব্যক্তির সংখ্যা নিরূপন করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৪] নতুন প্রজন্মের জন্য মুক্তির উৎসব আয়োজন।	[২.৪.১] অংশগ্রহনকারী শিক্ষার্থী	শিক্ষার্থীদের দেশ গড়ার শপথে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক মুক্তির উৎসবের আয়োজন করা হয়। উক্ত উৎসবে বিভিন্ন শিক্ষার্থীগণ অংশগ্রহণ করে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কভিড-১৯ মহামারী বিবেচনায় শিক্ষার্থীদের জন্য মুক্তির উৎসবে অংশগ্রহন করানোর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে প্রতিবছর মুক্তির উৎসবের আয়োজন করা হয়। উক্ত খেলার মাঠের প্রবেশ পথে ক্রমসংখ্যা নির্ণায়ক ইলেকট্রনিক আর্চারির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মাঠে প্রবেশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আর্চারিতে রেকর্ডকৃত ক্রম সংখ্যা হতে মোট অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[২.৫] জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন আয়োজন	[২.৫.১] আয়োজিত জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন	জেলা/উপজেলা পর্যায়ে যে সকল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় জাদুঘর প্রদর্শনী করা হয়েছে সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১ জন নেটওয়ার্ক শিক্ষক নির্বাচন করা হয়। উক্ত নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের নিয়ে প্রতি তিন মাস পর পর শিক্ষক সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। উপস্থিত নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের কর্মসূচির বিষয় ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে অবহিত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা সমুন্নত রাখার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শিক্ষক সম্মেলন আয়োজন করে থাকে। এতে শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং পরবর্তীতে বিভাগীয় সম্মেলন আয়োজন করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কভিড-১৯ মহামারী বিবেচনায় শিক্ষক সম্মেলন ও শিক্ষার্থী সম্মেলন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন করা হয়। রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা হতে মোট অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নিরূপন করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৬] জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সেমিনার/ ওয়ার্কসপ আয়োজন।	[২.৬.১] আয়োজিত সেমিনার/ওয়ার্কসপ	মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা ও বিচার বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করে থাকে। দেশি ও বিদেশি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কভিড-১৯ মহামারী বিবেচনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/ওয়ার্কসপ আয়োজন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/ওয়ার্কসপ আয়োজনের ক্ষেত্রে অংগ্রহণকারী দেশি ও বিদেশি অংশগ্রহণকারীদের রেজিস্ট্রেশন করানো হয়। রেজিস্ট্রেশনের ক্রমিক সংখ্যা গণনা করে মোট অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নিরূপন করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[২.৬.২] আয়োজিত অনলাইন ভিত্তিক সেমিনার / ওয়ার্কসপ প্রদর্শনী	মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা ও বিচার বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করে থাকে। দেশি ও বিদেশি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কভিড-১৯ মহামারী বিবেচনায় সরাসরি উপস্থিতির ঝুকি বিবেচনায় অনলাইনের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/ওয়ার্কসপ আয়োজন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	অনলাইন প্লাটফরমে আয়োজিত সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ সম্পর্কে ই-মেইল বা মোবাইল এসএমএসর মাধ্যমে ইউজার আইডি বা পাসওয়ার্ড প্রদান করতে হয় বিধায় এ সংক্রান্ত ই-মেইল বা এসএমএস এর কপি পর্যালোচনা করা।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বার্ষিক প্রতিবেদন।
[২.৭] বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/লাইব্রেরীতে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই-পুস্তক অনুদান হিসেবে বিতরণ।	[২.৭.১] বিতরণকৃত বই-পুস্তক	মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/লাইব্রেরীতে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই-পুস্তক অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কভিড-১৯ মহামারী বিবেচনায় বই-পুস্তক বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	ইতিহাস সংরক্ষণ ও গবেষণা শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/লাইব্রেরীতে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই-পুস্তক অনুদান হিসেবে বিতরণের রেজিষ্টার ও প্রেরিত পত্রের আলোকে বিতরণকৃত বই-পুস্তকের সংখ্যা পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৮] মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধকরণ।	[২.৮.১] স্কুল / কলেজ / মাদ্রাসায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত	নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন করা হয়ে থাকে। উক্ত কর্মসূচি সমাপনান্তে বিভিন্ন প্রশিক্ষণার্থীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কভিড-১৯ মহামারী বিবেচনায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	পরিকল্পনা শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত উদ্বুদ্ধকরণের কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত পত্র যোগাযোগ এবং বিভিন্ন কর্মসুচিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হাজিরা সংরক্ষণ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর বার্ষিক প্রতিবেদন।

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[৩.১] মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ।	[৩.১.১] সংরক্ষিত ঐতিহাসিক স্থান।	মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তার তাগিদে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ যে সকল স্থানে শহিদ হয়েছেন বা ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে, সেসকল স্থানে স্মৃতি স্থাপনা নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে, বিভিন্ন স্মৃতি স্থাপনা জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে মেরামত/ সংস্কারের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কভিড-১৯ মহামারী বিবেচনায় মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	পরিকল্পনা শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এলজিইডি	ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তর হতে প্রেরিত প্রতিবেদন ও এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ হতে মেরামত / সংস্কারকৃত স্মৃতি স্থাপনা পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.১] মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ।	[৩.১.২] নির্মিত স্মৃতি জাদুঘর।	মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তার তাগিদে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ যে সকল স্থানে শহিদ হয়েছেন বা ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে, সেসকল স্থানে স্মৃতি স্থাপনা নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে, বিভিন্ন স্মৃতি স্থাপনা জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে মেরামত/ সংস্কারের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কভিড-১৯ মহামারী বিবেচনায় মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ।	পরিকল্পনা শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এলজিইডি	প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তর হতে প্রেরিত প্রতিবেদন ও এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ হতে মেরামত / সংস্কারকৃত স্মৃতি স্থাপনা পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.২] শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।	[৩.২.১] সংরক্ষিত ও উন্নয়নকৃত সমাধিস্থল।	মহান মুক্তিযদ্ধের শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিমিত্ত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে মেরামত/ সংস্কারের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এর লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	পরিকল্পনা শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এলজিইডি	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তর হতে প্রেরিত প্রতিবেদন ও এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন হতে অগ্রগতি পরিমাপযোগ্য।
[৩.৩] ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়)।	[৩.৩.১] স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ কাজ সম্পন্নকৃত।	বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতীক ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (সাবেক রেসকোর্স ময়দান) এ মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি স্মৃতি বিজড়িত স্থান। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ করার লক্ষ্যে ৩য় পর্যায়ে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে ও সরকার কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন, গণপূর্ত বিভাগ ও পরিকল্পনা শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	গণপূর্ত বিভাগ এর নির্মাণের কার্যাদেশের অনুলিপি ও মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তারিখ পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[৩.৪] মুজিবনগর স্মৃতি কেন্দ্র সম্প্রসারণ প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।	[৩.৪.১] ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত।	ঐতিহাসিক মেহেরপুরের মুজিবনগরে স্মৃতি কেন্দ্র সম্প্রসারণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নসহ তা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	পরিকল্পনা শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ডিপিপি প্রণয়ন পূর্বক তা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের তথ্য হতে প্রেরিত ডিপিপির দাখিলের তারিখ পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.৫] মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সংস্পর্শে থাকা "লালমুক্তিবার্তা স্বরণীয় যারা বরণীয় যারা" এ প্রকাশিত ব্যক্তিদের মধ্যে জীবিতদের স্মৃতিচারণমূলক লেখা সম্বলিত সংকলিত পুস্তক প্রকাশ।	[৩.৫.১] নির্ধারিত তারিখে স্মৃতিচারণমূলক লেখা সম্বলিত সংকলিত পুস্তক প্রকাশিত।	মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সংস্পর্শে থাকা "লালমুক্তিবার্তা স্বরণীয় যারা বরণীয় যারা" এ প্রকাশিত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন, তাঁদের স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য লিপিবদ্ধ/ধারণ করে পুস্তক আকারে প্রকাশ করা	ইতিহাস গবেষণা ও সংরক্ষণ শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	প্রকাশিত পুস্তক ।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৪.১] মন্ত্রণালয়ে সেবা সপ্তাহ পালন	[৪.১.১] নির্ধারিত তারিখে সেবা সপ্তাহ পালিত	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে 'সেবা সপ্তাহ' পালনের লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে।	প্রশাসন-১ শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সেবা সপ্তাহ পালনের সময় সেবা প্রার্থীদের থেকে সেবার মান সংক্রান্ত মতামত গ্রহণ ও প্রতিবেদনের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৪.২] মন্ত্রণালয়ের সকল প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও ই-জিপি ' সংক্রান্ত প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টিকরণ।	[৪.২.১] প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনবল	বাংলাদেশ সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের কর্মরত বিদ্যমান জনবল-কে 'প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও ই-জিপি ' সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল করে গড়ে তোলা একান্ত অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনবল সৃজন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	প্রশিক্ষণ শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের সনদ / প্রত্যয়ন পত্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের তথ্য পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[৪.২.২] ই-জিপি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনবল	বাংলাদেশ সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের কর্মরত বিদ্যমান জনবল-কে 'ই-জিপি' বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল করে গড়ে তোলা একান্ত অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনবল সৃজন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	প্রশিক্ষণ শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের সনদ / প্রত্যয়ন পত্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের তথ্য পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন।
[৪.৩] মন্ত্রণালয়/সংস্থার কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন	[৪.৩.১] প্রকল্পের সাইট/স্থান পরিদর্শন	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতি মনিটরিং করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শণ করা এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা।	পরিকল্পনা শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন।

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[৪.৪] মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের ক্ষুদ্রঋণ মনিটরিংকরণ।	[৪.৪.১] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম মনিটরিংকৃত ও প্রতিবেদন দাখিলকৃত	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের আত্ম-কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ শেষে টাকা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২৪০০ জনকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আরো ২৫০০ জনকে ঋণ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	বাজেট শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বিআরডিবি এর প্রেরিত প্রতিবেদন হতে মোট ঋণ প্রদানকৃত ব্যক্তির সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন।
[৪.৫] মুক্তিযোদ্ধা / ওয়ারিশদের জন্য MIS এপ্লিকেশন তৈরী ও ডাটা এন্ট্রি	[৪.৫.১] মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য MIS এপ্লিকেশন প্রস্তুত	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংক্রান্ত Management Information System (MIS) প্রস্তুত করা, যেখানে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রমাণক সংক্রান্ত তথ্য, জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যের সাথে সংযুক্তির মাধ্যমে পরিচিতি নিশ্চিত করা।	বাজেট শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	এটুআই প্রকল্প এর কারিগরি সহায়তায় MIS প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন।
	[৪.৫.২] প্রস্তুতকৃত MIS এপ্লিকেশনে মুক্তিযোদ্ধা /ওয়ারিশদের তথ্য এন্ট্রিকৃত	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংক্রান্ত Management Information System (MIS) সফটওয়্যারে বীর মুক্তিযোদ্ধা বা ওয়ারিশগণের তথ্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় এন্ট্রি প্রদান। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে উক্ত MIS সফটওয়্যারে ১ লক্ষ ৫০ হাজার মুক্তিযোদ্ধার তথ্য এন্ট্রি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	বাজেট শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	MIS সফটওয়্যারে এন্ট্রিকৃত মুক্তিযোদ্ধার তথ্যাদির ভিত্তিতে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা নিরূপন করা।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন।

সংযোজনী ৩: অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় এর নিকট সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/প্রত্যাশা	চাহিদা/প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
দপ্তর / সংস্থা	মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর	আয়োজিত জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন	সরেজমিনে জরিপের ফলাফল/প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)সহ নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও আদর্শে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার উপর প্রভাব)	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসন)সহ নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।
দপ্তর / সংস্থা	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন।	সংশ্লিষ্ট ডিপিপি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন	এলজিইডি কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচকটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে বিধায় স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর নিকট পরোক্ষভাবে এরূপ চাহিদার /প্রত্যাশা করা হয়ে থাকে।	অসচ্ছল ও ভূমিহীন মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের আবাসন নিশ্চিত করা যাবে না। ফলে এসডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে না।
দপ্তর / সংস্থা	মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর	জাদুঘর পরিদর্শিত ব্যক্তি	সরেজমিনে জরিপের ফলাফল/প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)সহ নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও আদর্শে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার উপর প্রভাব)	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসন)সহ নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।
দপ্তর / সংস্থা	মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর	প্রামান্যচিত্র পরিদর্শিত ব্যক্তি	সরেজমিনে জরিপের ফলাফল/প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)সহ নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও আদর্শে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার উপর প্রভাব)	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসন)সহ নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।
মন্ত্রণালয় / বিভাগ	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	নির্ধারিত তারিখে বিজয় দিবস ভাতা প্রদানকৃত।	অর্থ বিভাগ হতে সময়মতো অর্থছাড় করতে হবে।	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)	মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ বিঘ্নিত হবে ও তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীতকরণ ব্যাহত হবে।
মন্ত্রণালয় / বিভাগ	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	নির্ধারিত তারিখে বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদানকৃত	অর্থ বিভাগ হতে সময়মতো অর্থছাড় করতে হবে।	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)	মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ বিঘ্নিত হবে ও তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীতকরণ ব্যাহত হবে।
মন্ত্রণালয় / বিভাগ	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	নির্ধারিত তারিখে ঈদুল ফিতর-এর বোনাস প্রদানকৃত	অর্থ বিভাগ হতে সময়মতো অর্থছাড় করতে হবে।	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)	মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ বিঘ্নিত হবে ও তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীতকরণ ব্যাহত হবে।
মন্ত্রণালয় / বিভাগ	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	নির্ধারিত তারিখে ঈদুল আযহার বোনাস প্রদানকৃত	অর্থ বিভাগ হতে সময়মতো অর্থছাড় করতে হবে।	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)	মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ বিঘ্নিত হবে ও তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীতকরণ ব্যাহত হবে।
দপ্তর / সংস্থা	মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী	সরেজমিনে জরিপের ফলাফল/প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)সহ নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও আদর্শে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার উপর প্রভাব)	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসন)সহ নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/প্রত্যাশা	চাহিদা/প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
দপ্তর / সংস্থা	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যান ট্রাস্ট	সুবিধাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	সরেজমিনে জরিপের ফলাফল/প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র নিরসনের উপর প্রভাব)সহ নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও আদর্শে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার উপর প্রভাব)	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসন)সহ নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।
দপ্তর / সংস্থা	গণপূর্ত অধিদপ্তর	সংরক্ষিত ও উন্নয়নকৃত সমাধিস্থল।	সংশ্লিষ্ট ডিপিপি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন	গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচকটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে বিধায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-এর নিকট নিকট পরোক্ষভাবে এরূপ চাহিদার /প্রত্যাশার যৌক্তিকতা।	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষিত হবে না এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।
দপ্তর / সংস্থা	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	ক্ষুদ্রঋণ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক রিভলভিং ফান্ডের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা।	উক্ত ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আয় বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় বিধায় বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ ঋণ গ্রহণেল মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হবে বিধায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পরোক্ষভাবে এটি বাস্তবায়ন করে বিধায় এরূপ প্রত্যাশা।	বিআরডিবি কর্তৃক যথাযথভাবে এ ঋণ প্রদান করা না হলে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে না।
দপ্তর / সংস্থা	গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ কাজ সম্পন্নকৃত।	সংশ্লিষ্ট ডিপিপি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন	গনপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচকটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে বিধায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-এর নিকট পরোক্ষভাবে এরূপ চাহিদার /প্রত্যাশার যৌক্তিকতা।	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষিত হবে না এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।
দপ্তর / সংস্থা	গণপূর্ত অধিদপ্তর	নির্মিত জেলা কমপ্লেক্স ভবন।	কমপ্লেক্স ভবন সংশ্লিষ্ট ডিপিপি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন	গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচকটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে বিধায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-এর নিকট পরোক্ষভাবে এরূপ চাহিদার /প্রত্যাশার যৌক্তিকতা।	মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ বিঘ্নিত হবে ও তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীতকরণ ব্যাহত হবে।
মন্ত্রণালয় / বিভাগ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা বিতরণ আদেশ ২০২০ অনুযায়ী সম্মানি ভাতা বিতরণযোগ্য মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রেরণ ও সুষ্ঠুভাবে ভাতা বিতরণ।	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা বিতরণ নীতিমালা,আদেশ ২০২০ অনুযায়ী জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচকটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করা হয় বিধায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিকট পরোক্ষভাবে এরূপ চাহিদা /প্রত্যাশা করা হয়েছে।	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে এবং এসডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ বিলম্বিত হবে।
দপ্তর / সংস্থা	গণপূর্ত অধিদপ্তর	নির্মিত স্মৃতি জাদুঘর।	সংশ্লিষ্ট ডিপিপি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন	গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচকটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে বিধায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-এর নিকট পরোক্ষভাবে এরূপ চাহিদার /প্রত্যাশার যৌক্তিকতা।	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।
দপ্তর / সংস্থা	গণপূর্ত অধিদপ্তর	সংরক্ষিত ঐতিহাসিক স্থান।	সংশ্লিষ্ট ডিপিপি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন	গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচকটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে বিধায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-এর নিকট নিকট পরোক্ষভাবে এরূপ চাহিদার /প্রত্যাশার যৌক্তিকতা।	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।